দৈনিক খবর

তা 11 JAN 1988
পৃষ্ঠা 1 কলাম 4

055

প্রসঙ্গ ঃ প্রাথমিক পাঠ্য পুস্তক

শিক্ষা সচিবের সভাপতিত্বে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক সমন্বয় সভায় বিনামূল্যে প্রাথমিক পাঠ্য পুস্তক দ্রুত বিতরণের সিদ্ধান্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মনে উদ্দীপনার সাড়া জাগিয়েছে। প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত সরকার বিনামূল্যে পাঠ্য বই বিতরণের ব্যবস্থা নেওয়ায় এবং অবৈতনিক বিদ্যালয় থাকায় হাজার হাজার গরীব ছেলেমেয়ে নিরক্ষরতার অন্ধকার হতে বেরিয়ে আসছে। গত বছর চার কোটি ত্রিশ লাখ বই বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছিল বটে, কিন্তু প্রায়ই ছাত্র-ছাত্রীরা বইগুলোর একটি পেলে অন্যটি পায় নাই। অর্থাৎ বাংলা বই পেলে ইংরেজী বই পায় নাই। প্রায়ই বইয়ের সেট পুরো থাকে না বলে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার অসুবিধা হয়। গ্রামাঞ্চলের কোন কোন স্থানে শোনা গেছে, ৩/৪ টাকা করে চাঁদাও ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে আদায় করা হয়েছে। এবার আশা করি, কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক শিক্ষার চাহিদা পূরণ করে বইগুলো জানুয়ারীর ভেতরে নির্ধারিত বিদ্যালয়গুলোতে পাঠিয়ে দেবেন। তার সাথে চাঁদা আদায়কারী শিক্ষকদেরকেও বলছি, আপনারা দেখে নেবেন ঐসব বইয়ের অপর পৃষ্ঠায় স্পষ্ট অক্ষরে লেখা আছে "বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।"

মোঃ মঞ্জুরুল হামিদ চৌঃ
সিলেট হোমিও মেডিকেল কলেজ
ডিএইচএমএস ২য় বর্ষ, সিলেট।